দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 26 AUG 2008

দেশের ১২১ উপজেলায় কার্যকর হবে

মাধ্যমিক স্তরের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

মেয়েদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপবৃত্তি প্রকল্পের অগ্রগতি ও ব্যাপক সাফল্যের পর সরকার এখন বিদ্যালয়গামী ছেলে ও মেয়েদের দারিদ্র্যভিত্তিক নতুন একটি উপবৃত্তি প্রকল্প প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের ১২১টি উপজেলায় 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড এক্সেস এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাধ্যমিক পৃঃ ৪৮ কঃ ৪

মাধ্যমিক স্তরের দরিদ্র

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পর্যায়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা এবং দরি পরিবারের সন্তানদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্য অধিকতর হারে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা গতকাল ঢাকায় এলজিইডি ভবনে আয়োজিত 'প্রা মিনস টেস্টিং' শিরোনামের এক কর্মশালায় একথা ব হয়। প্রক্সি মিনস টেস্টিং (পিএমটি) উপযুক্ত প্রা নির্বাচনের এমন একটি পদ্ধতি যা পরিবারে জীবনযাত্রার মান সহজেই পরিমাপ ও মানযো উপাত্তের উপর নির্ভর করে দরিদ্রাবস্থার হার নির্ণ করবে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এ টি কে এ ইসমাইল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্বব্যাংকে কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. ঝিয়ান ঝু ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিকল্পনা প্রধান মোঃ মেসবাহউদ্দিন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল হাসানে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যের মধে উপস্থিত ছিলেন SEQAEP প্রকল্পের পরিচালক মো সিরাজুল ইসলাম, পিএমটি কো-অর্ডিনেটর এম এ আখতার হোসেন ও এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধা প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে এ টি কে এম ইসমাইল বলেন, দেশে বেশীর ভাগ মানুষই দরিদ্র। সরকার প্রকৃত দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের (পিএমটি) পদ্ধতির মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করে তাদের অধিকতর হারে মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান। তিনি আরো বলেন, এলজিইডিকে (পিএমটি) প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাবে।

মি. ঝিয়ান ঝু বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, (পিএমটি) কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারা বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি সম্মানজনক ব্যাপার। তিনি বলেন, বর্তমান কর্মশালা খুবই সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ কর্মশালার পর সুবিধাভোগীরা (পিএমটি) বিষয়ক প্রয়োজনীয় সচেতনতা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

মোঃ মেসবাহউদ্দিন বলেন, প্রথম প্রজন্মের সন্তানদের মাঝে শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগ্ম সচিব ও SEQAEP-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, পিএমটি কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক।

প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল হাসান বলেন, (পিএমটি) হচ্ছে কম্পিউটারনির্ভর ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শনাক্ত করা যাবে।